খুলনার জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে কুষ্টিয়ার জাসদ নেতা মোহাম্মদ আলী মহব্বতকে র‍্যাব সদস্য কর্তৃক গুম করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.৩০টায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার আদাবাড়িয়া গ্রামের মৃত ইন্তাজ আলী ও রাহিমা খাতুনের ছেলে মোহাম্মদ আলী মহব্বত (৩৪) খুলনা মহানগরীর খানজাহান আলী থানার জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এর শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার মার্কেটের গ্যারিসন সিনেমা হলের সামনে যান। সেখান থেকে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সদস্য পরিচয়ে মহব্বতকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে গুম করা হয়েছে বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

মহব্বত ছিলেন একজন কৃষক এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর কুমারখালী থানা শাখার প্রচার সম্পাদক।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। অনুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- মহতের আত্মীয়-স্বজন
- গ্রেপ্তারের প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি: মোহাম্মদ আলী মহব্বত

মোছাঃ ময়না খাতুন (৩২), মহব্বতের স্ত্রী

মোছাঃ ময়না খাতুন অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী বাড়ীতে গরুর ফার্ম পরিচালনা এবং কৃষি কাজ করে সংসার চালাতেন। পাশাপাশি তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল কুমারখালী থানা শাখার প্রচার সম্পাদকের পদে থেকে রাজনীতি করতেন।

১৭ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ৪.০০টায় মহব্বত মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে বাঁশগ্রাম বাজারে যান এবং বিকেল আনুমানিক ৫.৩০টায় মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ীতে চলে আসেন। মহব্বত তাকে জানান যে বাঁশগ্রাম বাজার থেকে দুইটি মোটর সাইকেল যোগে কয়েকজন লোক তাঁকে ধরার জন্য ধাওয়া করেছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলেই মহব্বত বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে চান। তিনি মহব্বতের কাছে জানতে চান, কারা তাকে ধাওয়া করছে? মহব্বত তাঁকে বলেন, প্রশাসনের লোক হতে পারে। সেদিন সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিট ২৭ সেকে-ে তাঁর মোবাইল ফোনে ০১৭১১২৬৮৪৪৬ মোবাইল নম্বর থেকে একটি ম্যাসেজ আসে। যাতে লেখা ছিল- Mohobbot ar wife mob.no.....। তিনি এই নম্বরে কথা বলার চেষ্টা করেন কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে একজন পুরুষ লোক কথা বললেও পরিচয় দেয়নি। তিনি ধারণা করেন, যারা মহব্বতকে ধরার জন্য ধাওয়া করেছিল নম্বরটি তাদেরই হতে পারে।

মহব্বত তখন একই গ্রামে তার বোন নিলুফা বেগমের বাড়ীতে যান এবং দুইদিন সেখানে পালিয়ে থাকেন। মহব্বত নিয়মিত মোবাইল ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। নিলুফার বাড়ী থেকে রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বহলা ডাঙ্গী গ্রামে তাঁর পরিচিত মন্তজা আলীর বাড়ীতে যেয়েও পালিয়ে থাকেন।

২৫ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুরের দিকে মহব্বত সেখান থেকে খুলনায় আরেক বোন লাইলী রহমানের বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা দেন। পরে মহব্বত মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে দেন। রাত আনুমানিক ৯.০০টায় লাইলী রহমানের স্বামী সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট হাবিবুর রহমান তাঁকে মোবাইলে ফোন করেন। হাবিবুর তাঁকে জানান, মহব্বত রাজবাড়ী থেকে খুলনা মহানগরীর খানজাহান আলী থানার জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এর শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার মার্কেটের গ্যারিসন সিনেমা হলের সামনে তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য বাস থেকে নামার পরই র‌্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে কয়েকজন লোক মহব্বতকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে বলে স্থানীয় দোকানদাররা জানিয়েছে।

এখবর শোনার পর তিনি কুমারখালী থানা এবং কুষ্টিয়া র‌্যাব ক্যাম্পে গিয়ে মহব্বতের খোঁজ খবর নেন। কিন্তু সবাই মহব্বতকে আটকের কথা অস্বীকার করেন। মহব্বতকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ কুষ্টিয়া শহরের দৈনিক সময়ের কাগজ পত্রিকা অফিসে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলন তিনি তাঁর স্বামীর সন্ধান দাবি করেন।

মোছাঃ লাইলী রহমান (২৩), মহব্বতের বোন

মোছাঃ লাইলী রহমান অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী হাবিবুর রহমান সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট, তিনি স্বামীকে নিয়ে খুলনা মহানগরীর খানজাহান আলী থানার জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এর সরকারি বাসভবনে থাকেন। ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ মহব্বত তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান যে, মহব্বত রাজবাড়ীতে এক আত্মীয়ের বাসায় আছেন এবং সেখান থেকে তাঁর কাছে আসতে চান। তিনি মহব্বতকে বলেন, শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার মার্কেটের গ্যারিসন সিনেমা হলের সামনে এসে লাইলীকে ফোন দিলেই তিনি এসে বাসায় নিয়ে যাবেন।

রাত আনুমানিক ৮.০০টায় মহব্বত মোবাইল ফোনে তাঁকে বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গ্যারিসনে নামবেন। একথা শুনে তিনি তাঁর স্বামী হাবিবুরকে এগিয়ে গিয়ে মহব্বতকে বাসায় নিয়ে আসতে বলেন। তাঁর স্বামী বাসা থেকে বের হয়ে যান এবং রাত আনুমানিক ৮.৩৫টায় তাঁকে জানান, গ্যারিসনের সামনে থেকে র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে মহব্বতকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর তিনিও সেখানে আসেন এবং স্থানীয় লোকজনের কাছে বিস্তারিত শুনে সম্ভব্য স্থানে খোঁজ খবর করেও মহব্বতকে পাননি। ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ তিনি খানজাহান আলী থানায় যান এবং একটি জেনারেল ডায়রী (জিডি) করেন। যার নম্বর ৯৯৮; তারিখঃ ২৬/০১/২০১৩। তিনি জিডিতে উল্লেখ করেন, ৫/৬ জন ব্যক্তি র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে সিলভার রং এর পাজারো জীপ (ঢাকা ঘ-১১-৭৮০৯) মহব্বতকে তুলে নিয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, ক্যান্টনমেন্টের কাছ থেকে র‍্যাব সদস্য ছাড়া কোন দুবৃত্তের পক্ষে মহব্বতকে তুলে নেয়া সম্ভব নয়। তিনি তাঁর স্বামীর মাধ্যমে খুলনা র‍্যাব-৬ এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু র‍্যাব-৬ থেকে জানানো হয় যে, তারা কোন আসামী গ্রেপ্তার করেনি। তিনি তাঁর ভাইয়ের সন্ধান চান।

মোঃ নাসির আলী (৩৫), ফল ব্যবসায়ী, শহীদ ক্যাপ্টেন বাশার মার্কেট, জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, খুলনা

মোঃ নাসির আলী অধিকারকে বলেন, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.০০টার দিকে তিনি এন,এইচ, খান লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে দেখেন যে, মাথা ও মুখে মাফলার দিয়ে ঢাকা অবস্থায় একজনকে সাদা পোশাকধারী ২ জন লোক দুই পাশে ধরে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকটি মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন তারা দুইজন লোকটিকে উচুঁ করে নিয়ে যেতে চায়। লোকটি যাবে না বলে পেছন দিকে টানতে থাকে। তিনি বিষয়টি লাইব্রেরির মালিক এসএম হেলাল খান এবং মার্কেটের সভাপতি বাবুল আক্তারকে জানান। তিনিসহ অন্যরা তখন এগিয়ে যান এবং লোকগুলোকে দাঁড়াতে বলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে জানতে চান, তারা কারা, তখন ঐ ব্যক্তি বলেন,ও আমাকে বাঁচান, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। একথা শুনে তিনি তাদেরকে লোকটিকে ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু তারা না ছাড়ায় তিনি তাদের কাছ থেকে লোকটিকে জোর করে ছাড়িয়ে নেন। লোকটি জানায়, তার নাম মহব্বত, ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে তাঁর বোনের বাসা, সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট হাবিবুর রহমান তাঁর বোনের স্বামী।

তিনি দেখেন, সামনেই একটি সিলভার রংয়ের পাজারো জীপ। যার নম্বর ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৭৮০৯। পাজারো জীপ থেকে ফর্সা, লম্বা এবং পাতলা গড়নের এক লোক এসে তাঁকে কিল ঘুসি মারেন এবং নিজেকে র‍্যাবের ক্যাপ্টেন মেহেদী বলে পরিচয় দেন। তিনিও ক্যাপ্টেন মেহেদীকে ঘুসি মারেন এবং তাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে ক্যাপ্টেন মেহেদী তখন তাঁর পরিচয়পত্রটি দেখান। তিনি দেখেন, দুইজনের কোমড়ে পিস্তল গোঁজা রয়েছে। তিনি লোকটিকে না ছাড়ায় ক্যান্টেন মেহেদী তাঁকে গুলি করার হুমকি দেন। এছাড়া ক্যাপ্টেন মেহেদী বলেন, আসামী দূধর্ষ। যদি আসামী ছুটে যায় তাহলে নাসিরকে জবাব দিহি করতে হবে। পরে তিনি লোকটিকে তাঁদের কাছে ছেড়ে দেন। ৫ জন র‍্যাব সদস্য লোকটিকে বার বার পাজারো জীপের পেছনের ডালাতে তুলতে চায়। কিন্তু লোকটি পেছনের ডালার ভেতরে যেতে বাধা দেন। এভাবে প্রায় ৩০ মিনিট ধস্তাধস্তি হয়। পরে লোকটির পড়নের কাপর খুলে গেলে তারা মাফলার গলায় পেঁচিয়ে লাথি কিল ঘুসি মেরে তাঁকে আহত করেন। লোকটি নিস্তেজ হয়ে গেলে তাঁকে ডালার ভেতরে ঢুকিয়ে তারা নিয়ে যায়। এদিকে লোকজন হাবিবুর নামে কেউ

আছে কিনা জানতে চায়। কিন্তু হাবিবুরকে কেউ চেনে না বলে জানালে তারা মহব্বতকে নিয়ে চলে যায়। কয়েক মিনিট পর একজন লোক আসেন এবং নিজেকে সার্জেন্ট হাবিবুর রহমান বলে পরিচয় দেন, তখন তিনি মহব্বতকে তুলে নেয়ার খবরটি জানান।

এসএম হেলাল উদ্দিন খান, এন.এইচ. খান লাইব্রেরির মালিক ও প্রত্যক্ষদর্শী

এসএম হেলাল উদ্দিন খান অধিকারকে জানান, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় তাঁর পরিচিত নাসির আলী দোকানে এসে তাঁকে দেখান, সাদা পোশাকধারী দুইজন লোক আরেকজন লোককে ধরে নেয়ার চেষ্টা করছে। সামনেই রাস্তায় একটি সিলভার রংয়ের পাজারো জীপ রাখা আছে। পাজারো জীপ থেকে আরো দুইজন লোক এগিয়ে আসে। মোট চারজন মিলে একজনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তিনি নাসির ও মার্কেটের সভাপতি বাবুল আক্তারকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছে জানতে চান লোকটিকে কেন টানা ঁেহচড়া করা হচ্ছে। তাদের একজন তাঁকে জানায়, লোকটি আসামী তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি জানতে চান, তারা কারা? তখন ফর্সা, লম্বা পাতলা গড়নের একজন লোক পাজারো জীপ থেকে নেমে আসে এবং নিজেদেরকে র‌্যাব সদস্য পরিচয় দেয়। লম্বা লোকটি নিজেকে র‌্যাবের ক্যাপ্টেন মেহেদী বলে পরিচয় দেয়। লোকটির কাছে তিনি জানতে চান, তিনি কে? তাকে কেন র‌্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকটি জানান, তাঁর নাম মহব্বত। মহব্বত তাঁকে আরো বলেন, ঐ লোকগুলো তাঁকে ধরে নিয়ে যেয়ে হত্যা করবে। তাদের হাত থেকে মহব্বতকে ছাড়ানোর জন্য মহব্বত আকুতি জানান।

তখন ক্যাপ্টেন মেহেদী মহব্বতকে জোর করে পাজারো জীপের ডালার ভেতরে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নাসির গিয়ে ক্যাপ্টেন মেহেদীর কাছ থেকে মহব্বতকে ছাড়িয়ে নেন। ক্যাপ্টেন মেহেদী তখন নাসিরকে কিল, ঘুসি মারেন। নাসিরও ক্যাপ্টেন মেহেদীকে ঘুসি মারেন। দুইজনের হাতাহাতি শুরু হলে এলাকার প্রায় ২০/২৫ জন লোক জমা হয়ে যায়। তখন ক্যাপ্টেন মেহেদী অন্য সব র‌্যাব সদস্যদের অস্ত্র বের করতে বলেন এবং উত্তেজিত কণ্ঠে হেলাল খানকে বলেন যে, মহব্বত দুর্দর্ষ সন্ত্রাসী। যদি কোন কারণে মহব্বত ছুটে পালিয়ে যায়, তাহলে তাঁকে র‌্যাব সদস্যরা গ্রেপ্তার করবে। হেলাল খান তখন মহব্বতের কাছে জানতে চান, এখানে তাঁর কোন আত্মীয় স্বজন আছে কিনা। মহব্বত বলেন, সেনাসিবাসে লাইলী রহমান নামে তার বোন থাকে এবং বোনের স্বামী হাবিবুর রহমান সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট। মহব্বত তখন হাবিবুরকে ডেকে দিতে বলেন।

তিনি উপস্থিত স্থানীয় লোক এবং সেনানিবাসের আবাসিক বাসিন্দাদের কাছে জানতে চান, সার্জেন্ট হাবিবুর নামে কেউ সেখানে আছেন কিনা। উপস্থিত লোকজন হাবিবুরের কথা বলতে পারেননি। এভাবে প্রায় আধা ঘন্টা অতিক্রম হয়। হেলাল খান তখন ক্যাপ্টেন মেহেদীর কাছে জানতে চান, তাদের কোন পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) আছে কিনা। ক্যাপ্টেন মেহেদী তখন প্লাটিকের তৈরি একটি আইডি কার্ড দেখান। তিনি তখন অহেতুক জামেলায় জড়াতে না চেয়ে আর কিছু বলেননি। হাবিবুর নামে কাউকে যখন পাওয়া গেল না। তখন মহব্বতের কথার গুরুত্ব আর কেউ দেয়নি। র‌্যাব সদস্যরা মহব্বতকে পাজারো জীপের ডালার ভেতরে ভরার চেষ্ট করতে থাকে। এভাবে মহব্বতের সঙ্গে তাদের কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায় র‌্যাব সদস্যরা মহব্বতকে কিল ঘুসি চর থাপ্পর এবং লাথি মারতে মারতে ডালাতে ভরার চেষ্টা করতে থাকে এবং মহব্বত বাধা দিতে থাকে। এতে মহব্বতের শরীরের মাফলার, জ্যাকেট, গেঞ্জি এবং প্যান্ট খুলে যায়। এরপর র‌্যাব

সদস্যরা জোর করে মহব্বতকে ডালার ভেতরে তুলে ঢালা লাগিয়ে দেয় এবং পাজারো জীপ নিয়ে চলে যায়। প্রায় আধা ঘন্টা পর সেনানিবাস থেকে এক লোক মানুষের জটলা দেখে এগিয়ে আসেন। মানুষের মুখে মুখে মহব্বত নামে একজনকে ধরে নেয়ার খবর শুনে নিজেকে হাবিবুর বলে পরিচয় দেন। তিনি হাবিবুরকে বিস্তারিত জানান। তিনি বলেন, সেনানিবাসের গেট থেকে সাধারণ দুবৃত্তরা কখনই একজন লোককে এভাবে তুলে নেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

এসআই মোঃ সজীব রহমান, খানজাহান আলী থানা, খুলনা মহানগর পুলিশ, খুলনা

এসআই মোঃ সজীব রহমান অধিকারকে জানান, ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এর সরকারী পারিবারিক বাসস্থান ২৮/৩, শিমুল ভবন থেকে লাইলী রহমান নামে একজন মহিলা থানায় আসেন এবং একটি জিডি করেন। জিডিতে তিনি বলেন, র‌্যাব সদস্য পরিচয়ে কয়েকজন লোক তাঁর ভাইকে আটক করে নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় দোকানীদের কাছ থেকেও জানতে পারেন, ৫/৭ জন লোক র‌্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে মহব্বত আলীকে তুলে নিয়ে গন্তব্যে চলে যায়।

এই ঘটনার সময় স্থানীয় ফল ব্যবসায়ী মোঃ নাসির আলী বাধা দেন। তখন একজন নিজেকে র‌্যাবের ক্যাপ্টেন মেহেদী বলে পরিচয় দিয়ে তাকে কয়েকটি কিল ঘুসি মারে। তিনি লাইলী রহমানের অভিযোগের সত্যতা পান। পরে তিনি খুলনায় দায়িত্বরত র‌্যাব সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু র‌্যাব কার্যালয় থেকে তাঁকে জানানো হয়, মহব্বত নামে কাউকে তারা আটক করেনি। তিনি জিডির তদন্ত করছেন বিধায় আর কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ লোকমান হাকিম, কমান্ডিং অফিসার, র‌্যাব-৬, খুলনা

অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ লোকমান হাকিম অধিকারকে জানান, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.৩০টায় র‌্যাবের ক্যাপ্টেন মেহেদী পরিচয় দিয়ে জাসদ নেতা মহব্বতকে তুলে নিয়ে গেছে এমন খবর তিনি সোর্সের মাধ্যমে পেয়েছেন।

তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন মেহেদী নামে কোন র‌্যাব কর্মকর্তা র‌্যাব-৬ এ নেই। তাছাড়া সেদিন কোন অভিযান তিনি চালাননি। যদি এ বিষয়ে কোন মামলা হয় তখন তদন্ত হলে বের হয়ে আসতে পারে কে বা কারা মহব্বতকে আটক করেছে।

ক্যাপ্টেন মেহেদী হাসান, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২, সদর দপ্তর, চক শিয়ালকোল, সিরাজগঞ্জ

ক্যাপ্টেন মেহেদী হাসান অধিকারকে জানান, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ এর পর থেকে অনেক লোক মোবাইল ফোনে বা সরাসরি এসে তাঁর কাছে জানতে চান তিনি কুষ্টিয়ার জাসদ নেতা মহব্বতকে খুলনা থেকে ধরে গুম করেছেন কিনা? কিন্তু তিনি

খবরটি জানার পর র‍্যাব হেডকোয়াটার্সকে বিষয়টি জানিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটি যে অসত্য তা প্রমাণের দাবী করেন এবং বলেন যে, তিনি এ নামে কাউকে ধরেননি বা তিনি ঘটনার দিন খুলনা শহরে যাননি।

এসআই জয়নাল আবেদীন, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-১, কুষ্টিয়া

এসআই জয়নাল আবেদীন অধিকারকে জানান, তিনি ০১৭১১২৬৮৪৪৬ মোবাইল ফোন নম্বরের মালিক। তিনি র‍্যাব-১২ তে কর্মরত আছেন। তাঁর মোবাইল নম্বর থেকে মহব্বতের স্ত্রী মোছাঃ ময়না খাতুনকে ১৭ জানুয়ারি ২০১৩ কেন ম্যাসেজ দেয়া হয়েছে তা জানতে চাইলে তিনি অধিকারকে এ বিষয় জানেন না বলে জানান। তবে তিনি শুনেছেন, কে বা কারা র‍্যাব পরিচয় দিয়ে খুলনা থেকে মহব্বতকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি আর কথা বলতে রাজি হননি।

মোঃ মাসুদ আলম, সহকারী পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), ঢাকা সার্কেল উত্তর, মিরপুর-১৩, ঢাকা

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাতে র‍্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে যে গাড়ীতে মহব্বতকে তুলে নেয়া হয়েছে, সেই গাড়ী সম্পর্কে জানতে অধিকার থেকে চিঠি দিয়ে মোঃ মাসুদ আলম এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। যার বিআরটিএ অথরিটি রেজিষ্ট্রেশন নম্বর-১৫৯৬; তারিখঃ ৬/২/২০১৩।

২০ মার্চ ২০১৩ তিনি অধিকারকে জানান, পাজারো জীপ নম্বর ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৭৮০৯। চেসিস নং- KMHNM 81 CR 5U-166611, ইঞ্জিন নং G6CU4043953। পাজারো জীপের মালিক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা।

গোলাম মহসিন, সভাপতি, জাসদ, কুষ্টিয়া জেলা শাখা, কুষ্টিয়া

গোলাম মহসিন অধিকারকে জানান কুমারখালী থানা শাখার প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আলী মহব্বতকে র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে খুলনা থেকে ধরে নিয়ে গুম করা হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। তিনি বলেন, মহব্বত কোন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে থাকতে পারেন; ঘটনা যাই ঘটুক সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ জানান।

-সমাপ্ত-